প্রান্তবাংলার লোকনৃত্য : সঙ্কট ও সম্ভাবনা

লোকনৃত্য কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নৃত্য। এ নৃত্য বিশেষ কোনো নরগোষ্ঠী, অঞ্চল বা উপজাতীয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভূত ও বিকশিত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবিকানির্বাহ, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় সংস্কারের একটা গভীর সম্পর্ক থাকে। অখণ্ড বাংলা দেশে সুদূর অতীত থেকে নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, ফসল কাটা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে লোক নৃত্যের উদ্ভব ও চর্চা হয়ে আসছে।

লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে পার্থক্য অনেক। শাস্ত্রীয় নৃত্যের গতি, ছন্দ ও মুদ্রা জটিল এবং দীর্ঘ সাধনার দ্বারা তা আয়ত্ব করতে হয়। কিন্তু লোক নৃত্য সহজ ও স্বতস্ফূর্ত। মুদ্রা ও অঙ্গ ভঙ্গির জটিলতা এবং কঠিন নিয়ম তান্ত্রিকতা না থকায় এ নৃত্য সহজেই আয়ত্ব করা যায়। জীবনের সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত বলে স্থান-কাল-পাত্রভেদে লোকনৃত্যের বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন কেবল মুদ্রা ও অঙ্গক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নয়; সাজসজ্জা, মঞ্চ, উপলক্ষ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বংশ পরম্পরায় এ নৃত্য শেখা হয়। প্রয়োগ ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তি স্বাধীনতা নৃত্যের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে।

লোকনৃত্য একক ও দলবদ্ধ উভয় প্রকারেরই হতে পারে। তবে দলবদ্ধ নৃত্যের প্রচলনই বেশি। গোষ্ঠী বা সমষ্টি চেতনা থেকে এর উদ্ভব। এতে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টির চিন্তা ভাবনাই বেশি প্রতিফলিত হয়। গান এ নৃত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পীরাই নিজেরাই গান গায়, আবার কোনো ক্ষেত্রে অন্যেরা গান গায়, শিল্পীরা নাচে। এক্ষেত্রে গানের কথাকে নৃত্যের মাধ্যমে রূপ দেওয়াই শিল্পীদের কাজ।

অখণ্ড বাংলায় ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক— এই তিন ধারার লোজক নৃত্যের প্রচলন আছে। এর মধ্যে ধর্মীয় নৃত্যর সংখ্যাই বেশি। এর কারণ এ নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগে; যখন লোকসমাজে ধর্মীয় প্রভাব ছিল বহু বিস্তৃত। কীর্তন নাচ, ব্রত নাচ, বাউল নাচ, গম্ভীরা নাচ, জারি নাচ, ফকির নাচ ইত্যাদির উৎসে বিভিন্ন ধর্ম বোধ ও আচার সংস্কার জড়িত আছে।

কিন্তু আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগে এসব লোক নৃত্য অবলুপ্তির পথে। তার বিবিধ কারণ আছে বটে। তবু আজও কিছু মানুষ চলমান জগতের স্রোতে গা ভাসিয়ে তাদের এই পুরাতন ঐতিহ্য বিসর্জন দেয়নি। বরং শত শত অসুবিধা ও সমস্যা অতিক্রম করে তারা এ কলাশিল্প আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। সরকারি আনুকূল্য পেলে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সত্যিই উজ্জ্বল হতে পারে।

ছাত্রছাত্রীরা একই সঙ্গে প্রান্তবাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য সম্পর্কে অবগত হবে শুধু তাই নয়, সেখানকার মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও তাদের লোকায়ত সংস্কৃতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারবে। আবার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য ইতিহাসেরও সাক্ষ্য বহন করে। প্রান্ত বাংলার এই সব লোক নৃত্যের মধ্যেও লুকিয়ে আছে কাহার মানুষের ইতিহাস। এ সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে। এবং ভবিষ্যতে তারা এ বিষয়ে উন্নততর গবেষণাও করতে পারবে।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372